

47425 - বৈ-নামাযীকে দাওয়াত দয়ো ও বদাতির সাথো মুয়ামালাতরে আদর্শ পদ্ধতি

প্রশ্ন

বৈ-নামাযীকে দাওয়াত দয়োর আদর্শ পদ্ধতি কী? বদাতি সম্পর্কেও কী বলবেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নামায আদায় ও অন্যান্য ইবাদত পালনরে দাওয়াত দয়োর ক্ষত্রে টার্গেটকৃত ব্যক্তির অবস্থা দেখতে হবো, তার সাথো উৎসাহপ্রদান ও ভীতপ্রদর্শন এ দুটো পদ্ধতির কোনটি উপযোগী সটো ববিচেনায় রাখতে হবো। যদিও শরিয়তরে সাধারণ নীতি হচ্ছে উভয় পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা। তাছাড়া দাওয়াতরে টার্গেটকৃত ব্যক্তির অগ্রসরতা কথিবা পছিটান, ওয়াযরে দ্বারা প্রভাবতি হওয়া কথিবা না-হওয়া এ বিষয়গুলোও ববিচেনায় রাখতে হবো।

দুই:

বৈ-নামাযীকে দাওয়াত দয়োর আদর্শ পদ্ধতি সংক্ষেপে নমিনরূপ:

১। তাকে স্মরণ করয়িে দয়ো যো, নামায একটি ফরয ইবাদত এবং ঈমানরে পর নামায ইসলামরে সবচেয়ে মহান রুকন।

২। তাকে নামাযরে কিছু ফযলিত অবহতি করা; যমেন- আল্লাহ বান্দার উপর যা কিছু ফরয করছেনে তার মধ্যে নামায সর্বোত্তম। রবরে নকৈট্য হাছলি্রে সর্বোত্তম মাধ্যম নামায। ধর্মীয় ইবাদতগুলোর মধ্যে বান্দার কাছ থেকে সর্বপ্রথম নামাযরে হিসাব নয়ো হবো। কবরি গুনাহ থেকে বরিত থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায এর মধ্যবর্তী সকল পাপ মোচন করে। একটমাত্র সজেদার মাধ্যমে বান্দার এক ধাপ মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং একটি পাপ মোচন হয়...ইত্যাদি নামাযরে ফযলিতরে ব্যাপারে আরও যা কিছু বর্ণতি হয়ছে। এর মাধ্যমে আশা করা, তার অন্তর খুলে যাবে এবং নামায তার চক্ষুশীতলে পরণিত হবো, যভোবে নামায নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে চক্ষু শীতল ছিল।

# ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

৩। নামায বর্জনকারীর ব্যাপারে যে কঠোর শাস্তি বর্ণিত হয়েছে এবং আলমেগণ নামায বর্জনকারী কাফরে হয়ে যাওয়া ও মুরতাদ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে যে মতভেদে করছেন তাকে সতে সব অবহতি করা। নামায বর্জনকারীকে ইসলাম স্বাধীনভাবে সমাজে বসবাস করার সুযোগ দিয়ে না- তাকে এটি জানিয়ে দয়া। কারণ নামায বর্জনকারীর ক্ষেত্রে করণীয় হচ্ছে তাকে নামাযের দিকে আহ্বান করা। যদি সতে উপর্যুপরি নামায বর্জন করতই থাকে তাহলে ইমাম আহমাদ ও তার মতানুসারীদের মাযহাব অনুযায়ী তাকে মুরতাদ হিসেবে হত্যা করা হব। ইমাম মালিকে ও শাফেরি মাযহাব মতে, তাকে হদ্দ বা শরয়ী শাস্তি হিসেবে হত্যা করা হব। আর ইমাম আবু হানফির মাযহাব মতে, তাকে গ্রেফতার করা হব ও জলে পাঠানো হব। তাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়ার কথা আলমেগণের কউই বলেননি। নামায বর্জনকারীকে বলা হব: আপনি কি এতে সন্তুষ্ট যে, আলমেগণ আপনার কাফরে হওয়া, কিংবা আপনাকে হত্যা করা কিংবা গ্রেফতার করা নিয়ে মতভেদে করুক?!

৪। তাকে আল্লাহর সাক্ষাত, মৃত্যু ও কবররে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। নামায বর্জনকারীর যে, খারাপ মৃত্যু হয় ও কবররে আযাব হয় তাকে সতে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

৫। নির্ধারণিত সময় এর চয়ে দরৌতে নামায আদায় করা কবরি গুনাহ। “তাদের পরে এল অযোগ্য উত্তরসূরীরা, তারা সালাত নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। কাজইে অচরিইে তারা গাইয়য (কষতগ্রিস্ততার) সম্মুখীন হব।” [সূরা মারিয়াম, আয়াত: ৫৯] ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: ‘গাইয়য’ হচ্ছে জাহান্নামের একটি উপত্যকা; যটো সুগভীর ও এর স্বাদ মন্দ। আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “সসেব নামাযীদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফলে” [সূরা মাউন, আয়াত: ৪,৫]

৬। ব-নামাযীকে কাফরে ঘোষণা করার যে অভিমত রয়েছে এর ভিত্তিতে মহা জটিল কিছু বিষয় ঘটবে সেগুলো তাকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া। যমেন, তারা বিবাহ বাতলি হয়ে যাবে, ববৌহকি সম্পর্ক ও স্ত্রীর সাথে সংসার করা হারাম হয়ে যাবে, মৃত্যুর পর তাকে গোসল করানো হব না, তার জানায়ার নামায পড়ানো হব না। যে দলিলগুলো ব-নামাযীর কাফরে হওয়া প্রমাণ করে এর মধ্যে রয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “কোন ব্যক্তির মাঝে এবং শরিক ও কুফররে মাঝে সংযোগ হচ্ছে সালাত বর্জন।” [সহি মুসলিম (৮২)] তিনি আরও বলেছেন: “আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হলো নামাযের। সুতরাং যে ব্যক্তি নামায ত্যাগ করল, সে কুফর করল।” [জামে তরিমযী (২৬২১), সুনানে নাসাঈ (৪৬৩), সুনানে ইবনে মাজাহ (১০৭৯)]

৭। তাকে নামায সংক্রান্ত, নামায বর্জনকারী ও অবহলোকারীর শাস্তি সংক্রান্ত কিছু পুস্তকি ও ক্যাসটে উপহার দেওয়া।

৮। উপর্যুপরি সতে নামায ত্যাগ করত থাকলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও তাকে হুমকি-ধমকি দেওয়া।

## ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আর বদাতিৰ বদাতৰে প্ৰকাৰ ও মাত্ৰাৰ ভিত্তিতে তাৰ সাখে আচৰণ ভিন্ন ভিন্ন হব। এক্ষেত্ৰে কৰণীয় হ'ছে- তাকে নসীহত কৰা, আল্লাহ্ৰ দকি আহ্বান কৰা, তাৰ সামনে দলিল-প্ৰমাণ উপস্থাপন কৰা, তাৰ সন্দেহ-সংশয় দূৰ কৰা। এৰ পৰেও সৰে যদিতাৰ বদাত চালয়ি যতে থাকে তাহলে তাৰ সাখে সম্পৰ্কহঁদে কৰলে যদিসিটো ফলপ্ৰসু হয় তাহলে তাৰ সম্পৰ্কহঁদে কৰা ও তাকে হুমকি-ধমকি দিয়ো। কোন লোককে বদাতী বলাৰ আগে নশ্চিতি হওয়া জৰুৰী। এক্ষেত্ৰে আলমেদৰে শৰণাপন্ন হওয়া এবং বদাত ও বদাতকাৰীৰ মধ্যৰে পাৰ্থক্য কৰা উচতি। কেননা হতে পাৰে ব্যক্তি অজ্ঞতা কথিা ভুল ব্যাখ্যাৰ কাৰণে তাৰ অজুহাত গ্ৰহণযোগ্য।

আরও জানতে দেখুন শাইখ সাঈদ বনি নাছৰে আল-গামদেৰি লখিতি “হাক্বীকাতুল বদাআহ্ ওয়া আহকামুহা”

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।